ইউনিকর্ন ও একটি লোকের গল্প

জেমস গ্রোভারবান

ভাষান্তর ঃ শ্যামলী চন্দ

এক সূর্যস্নাত সকালে ব্রেকফাষ্টের টেবিলে বসে ডিমভাজা খেতে খেতে লোকটি দেখল তার বাগানে এক সোনালি সিংওয়ালা ধবধবে সাদা একশৃঙ্গী অশ্ব (যাকে সবাই 'ইউনিকর্ন' বলে জানেন এবং যা এখন অবলুপ্ত প্রাণী) চরে বেড়াচ্ছে। লোকটি অবাক দৃষ্টি দিয়ে দেখল যে ইউনিকর্নটা দিব্যি তার সাধের গোলাপ গাছগুলি মুড়িয়ে খাচ্ছে। সে ভাবল, একটা আস্ত ইউনিকর্ন! আমার বাগানে! হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এক লাফে সে শোয়ার ঘরে গেল যেখানে তার স্ত্রী তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে সে স্ত্রীকে ডেকে তুলল — "ওঠ! ওঠ! এখনো ঘুমুচ্ছো? এদিকে আমাদের বাগানে একটা আস্ত ইউনিকর্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে! গোলাপ গাছগুলো সব খেয়ে ফেলল যে!"

তার স্ত্রী এক চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে অসীম বিরক্তিভরা স্বরে বলল — "তুমি জানো না ইউনিকর্ন একটা পৌরাণিক প্রাণী যা এখন কেবল কল্প-কথায় পাওয়া যায়?" এই বলে সে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

লোকটি বেশ খানিকক্ষণ তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে নিচের বাগানে দাঁড়ালো। ইউনিকর্নটা তখনো সারা বাগানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই মুহূর্তে সে টিউলিপ ফুলের গাছগুলিকে মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। "এই যে, ইউনিকর্ন, এই যে, এদিকে এস," লোকটি একগুচ্ছ লিলি ফুল হাতে ধরে পোষা বেড়ালকে যেমন ভাবে লোকে ডাকে তেমন করে ইউনিকর্নটাকে ডাকতে লাগল। ইউনিকর্নটাও দিব্যি লিলি ফুলের লোভে পায়ে পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটি ফুলের গুচ্ছ বাড়িয়ে ধরতেই সে দিব্যি সেটা মুখে পুরে চিবুতে থাকল।

লোকটির উৎফুল্লতা আর ধরে না। একটা আস্ত ইউনিকর্ন তার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবা যায়! সে আবার দৌড়ে শোবার ঘরে বৌকে ডেকে তুলল। "ইউনিকর্নটা", সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমার হাত থেকে লিলি ফুলের গুচ্ছ খেয়ে ফেলল।"

তার স্ত্রী এবার বিছানায় উঠে বসে ঠান্ডা দৃষ্টিতে স্বামীটির দিকে তাকিয়ে কাটা কাটা স্বরে বলল — "তুমি একটা হাঁদারাম। একটা বদ্ধ উন্মাদ। তোমায় পাগলা গারদে পাঠাচ্ছি দাঁড়াও।"

'হাঁদারাম', 'উন্মাদ' অথবা 'পাগলা গারদ' — লোকটির কোনো শব্দগুলিই ঠিক পছন্দ হল না। এমন সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে কারই বা এই বিশেষণগুলি শুনতে ভাল লাগে। বিশেষতঃ যখন তার বাগানে এক সোনালি সিংওয়ালা ইউনিকর্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে খানিক ভাবল।

"আচ্ছা সে, দ্যাখা যাবে। কে কাকে পাগলা গারদে পাঠায়।" স্বামীটি নিরীহ ভালমানুষের মতন মুখ করে বলে উঠল, তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে পেছনে ফিরে বলল, "ইউনিকর্নটার মাথার মধ্যিখানে একটা সোনালি সিং আছে ডার্লিং, যেটা সোনার।" এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাগানে ফিরে এসে দ্যাখে ইউনিকর্নটা নেই। সে বোধহয় ততক্ষণে আর কারোর বাগানের উদ্দেশ্যেপাড়ি জমিয়েছে। লোকটি আনমনে গোলাপ বাগানে বসে দাঁতে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরোবার পোষাকে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। এক সংকীর্ণ স্বার্থপর আনন্দে তার চোখ তখন চকচক করছে। প্রথমে সে পুলিশকে টেলিফোন করল। তারপর সে ফোন করল এক পাগলের ডাক্তারকে। দুজনকেই সে বলল যত শীঘ্র সম্ভব তার বাড়িতে পৌঁছে যেতে। সঙ্গে সে একটা পাগল ধরার ফাঁদ আনতে বলল।

পুলিশের লোকেরা এবং পাগলের ডাক্তার যুগপৎ পৌঁছালে সে তাদের খাতির করে বসবার ঘরে নিয়ে বসালো। তারপর উত্তেজিত স্বরে বলল, "আমার স্বামী আজ সকালে বাগানে একটা সোনালী সিংওয়ালা ইউনিকর্নকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।" পুলিশ এবং ডাক্তার গোপনে চোখাচোখি করল। "ও আমায় বলল ইউনিকর্নটা লিলি ফুলগুলি খেয়ে ফেলেছে।" ডাক্তার ও পুলিশ আবার এ ওর দিকে তাকালো। "ও বলল যে ইউনিকর্ন-এর মাথার সিংটা সোনার।" ডাক্তারের এক গোপন ইশারায় পুলিশরা চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে মহিলাকে চেপে ধরল। সবাই মিলে তাকে কাবু করতে বেশ বেগ পেতে হল। মহিলার তারস্বরে চেঁচানির মধ্যে তার স্বামী ঘরে ঢুকল।

"আপনি কি আপনার স্ত্রীকে বলেছেন যে সকালে আপনার বাগানে ইউনিকর্ন ঘোরাঘুরি করছিল?" পুলিশ-অফিসার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল।

"অবশ্যই না। আমি তো পাগল নই।" লোকটি উত্তর দিল। "তাছাড়া ইউনিকর্ন অথবা একশৃঙ্গী অশ্ব শুধু কল্পকথাতেই পাওয়া যায়।"

"এটাই জানার ছিল," পাগলের ডাক্তার জবাব দিল। "ওকে নিও যাও। আমি দুঃখিত মশাই, কিন্তু আপনার স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ।" এই বলে তারা মহিলাকে গাড়িতে টেনে তুলল। লোকটি আফসোসসূচক ভাবে মাথা নাড়ল। দেখে মনে হল না তার খুব একটা দুঃখ হয়েছে। স্ত্রী এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রচন্ড গালাগালি আর শাপশাপান্ত করতে থাকল। কিন্তু সবই বৃথা। তারা তাকে ধরে পাগলা গারদে পুরে দিল।

মহিলার স্বামী অর্থাৎ লোকটি বাকি জীবনটা আনন্দেই কাটাচ্ছে।

নীতিবাক্য ঃ কখন কাউকে বোকা ভেবে নিজের বোকামি প্রকাশ কোরো না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com